যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

আলোচনা সভায় বক্তারা

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি : নষ্ট হচ্ছে পড়ালেখার পরিবেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীতে শনিবার আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় এখনও অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। যে কারণে শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারছে না। শুধু তাই নয়, বর্তমানে যে হারে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পরিবেশই থাকবে না। তাই এই মুহূর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন এইড, নাগরিক সংস্কৃতি এবং ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) এ আলোচনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারী দেশের শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা শিক্ষা নিয়ে আসন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানসম্মত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং এর জন্য ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী অনতিবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ গঠন করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে 'শিক্ষাখাতে নীতি-পরিকল্পনা ও অর্থায়নের সমন্বয়' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইআইডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ আহমেদ এবং এডুকেশন এইড বাংলাদেশের ম্যানেজার খোন্দকার লুৎফুল খালেদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. আখতারুজ্জামান, সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, অধ্যাপক হান্নানা বেগম, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিক্সের ড. নজরুল ইসলাম, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু তারেক, শিক্ষক নেতা সিদ্দিকুর রহমান, আমিনুর রসুল, মনোয়ার মোস্তফা প্রমুখ। বক্তারা বলেন, প্রাথমিকের দৃষ্টান্ত বাদ দিলে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব আছে। মেধার চেয়ে স্বজনপ্রীতিসহ নানা সমীকরণ প্রায় ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পায়। এর ফলে অযোগ্যরা নিয়োগ পাচ্ছে। বিপরীত দিকে কম বেতন এবং সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতাও এই পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। এ কারণে তারা মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাবও দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্কুল পরিচালনা পরিষদের' পরিবর্তে 'স্কুল কল্যাণ কমিটি' করার প্রস্তাবও করা হয়।